দৈনিক ইনকিলাব

৩/৯/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম ৭

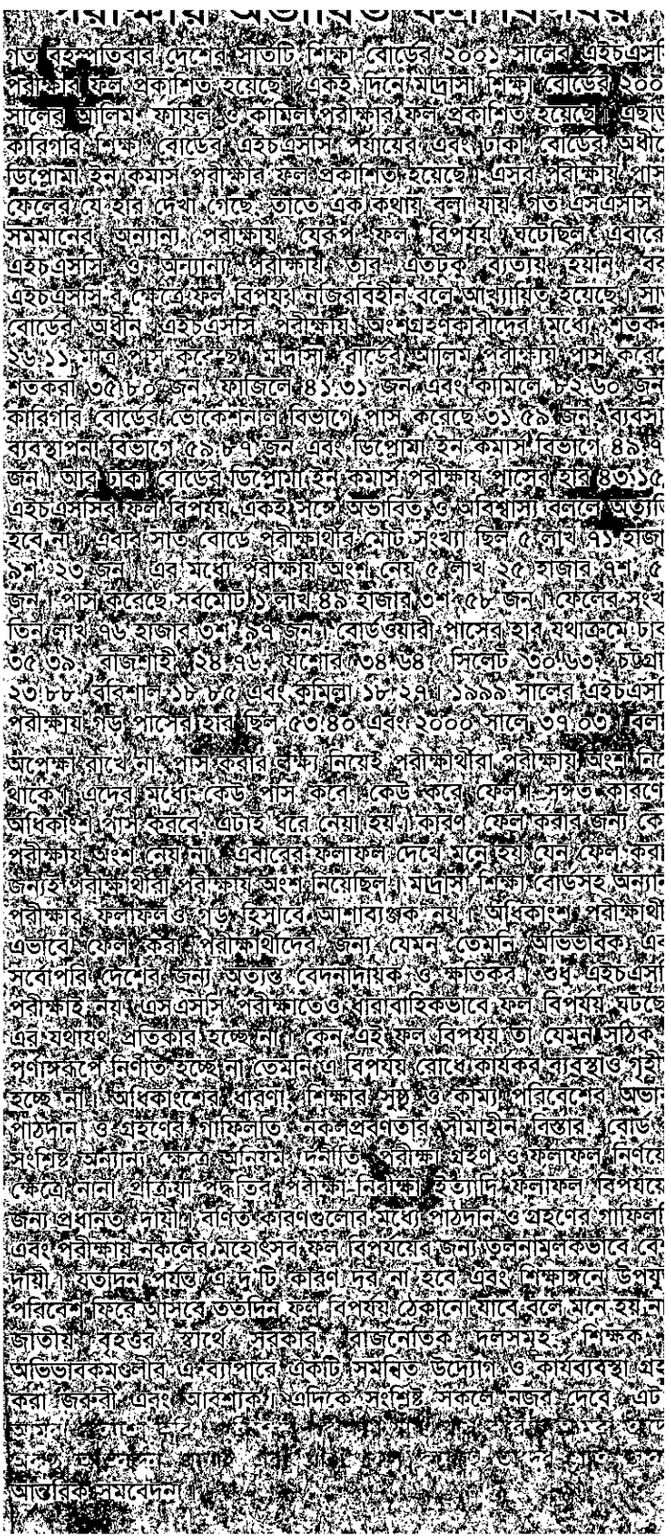

পরীক্ষায় অভাবিত ফল বিপর্যয়

গত বৃহস্পতিবার দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের ২০০১ সালের এইচএসসি
পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। একই দিনে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ২০০
সালের আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া
কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পর্যায়ের এবং ঢাকা বোর্ডের অধীনে
ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এসব পরীক্ষায় পাস
ফেলের যে হার দেখা গেছে, তাতে এক কথায় বলা যায়, গত এসএসসি
সমমানের অন্যান্য পরীক্ষায় যেরূপ ফল বিপর্যয় ঘটেছিল, এবারে
এইচএসসি ও অন্যান্য পরীক্ষায় তার এতটুকু ব্যত্যয় হয়নি, বর
এইচএসসি'র ক্ষেত্রে ফল বিপর্যয় নজিরবিহীন বলে আখ্যায়িত হয়েছে। সা
বোর্ডের অধীন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শতক
২৬.১১ মাত্র পাস করেছে। মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায় পাস করে
শতকরা ৩৫.৮০ জন, ফাজিলে ৪১.৩১ জন এবং কামিলে ৮২.৬০ জন
কারিগরি বোর্ডের ভোকেশনাল বিভাগে পাস করেছে ৩১.৫৯ জন, ব্যবসা
ব্যবস্থাপনা বিভাগে ৫৯.৮৭ জন এবং ডিপ্লোমা ইন কমার্স বিভাগে ৪৯.৭
জন। আর ঢাকা বোর্ডের ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষায় পাসের হার ৪৩.১৫
এইচএসসির ফল বিপর্যয় একই সঙ্গে অভাবিত ও অবিশ্বাস্য বললে অত্যু
হবে না। এবার সাত বোর্ডে পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ৫ লাখ ৭১ হাজা
৯শ' ২৩ জন। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫ লাখ ২৫ হাজার ৭শ' ৫
জন। পাস করেছে সর্বমোট ১ লাখ ৪৯ হাজার ৩শ' ৫৮ জন। ফেলের সংখ
তিন লাখ ৭৬ হাজার ৩শ' ৯৭ জন। বোর্ডওয়ারী পাসের হার যথাক্রমে ঢাক
৩৫.৩৯, রাজশাহী ২৪.৭৬, যশোর ৩৪.৬৪, সিলেট ৩০.৬৩, চট্টগ্রা
২৩.৮৮, বরিশাল ১৮.৮৫ এবং কুমিল্লা ১৮.২৭। ১৯৯৯ সালের এইচএস
পরীক্ষায় গড় পাসের হার ছিল ৫৩.৪০ এবং ২০০০ সালে ৩৭.০৩। বলা
অপেক্ষা রাখে না, পাস করার লক্ষ্য নিয়েই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নি
থাকে। এদের মধ্যে কেউ পাস করে, কেউ করে ফেল। সঙ্গত কারণে
অধিকাংশ পাস করবে, এটাই ধরে নেয়া হয়। কারণ, ফেল করার জন্য কে
পরীক্ষায় অংশ নেয় না। এবারের ফলাফল দেখে মনে হয় যেন ফেল করা
জন্যই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডসহ অন্যা
পরীক্ষার ফলাফলও গড় হিসাবে আশাব্যঞ্জক নয়। অধিকাংশ পরীক্ষার্থী
এভাবে ফেল করা পরীক্ষার্থীদের জন্য যেমন তেমনি অভিভাবক এব
সর্বোপরি দেশের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও ক্ষতিকর। শুধু এইচএস
পরীক্ষাই নয়, এসএসসি পরীক্ষাতেও ধারাবাহিকভাবে ফল বিপর্যয় ঘটছে
এর যথাযথ প্রতিকার হচ্ছে না। কেন এই ফল বিপর্যয় তা যেমন সঠিক
পূর্ণাঙ্গরূপে নির্ণীত হচ্ছে না, তেমনি এ বিপর্যয় রোধে কার্যকর ব্যবস্থাও গৃহী
হচ্ছে না। অধিকাংশের ধারণা, শিক্ষার সুষ্ঠু ও কাম্য পরিবেশের অভা
পাঠদান ও গ্রহণের গাফিলতি, নকলপ্রবণতার সীমাহীন বিস্তার, বোর্ড
সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল নির্ণয়ে
ক্ষেত্রে নানা প্রক্রিয়া-পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদি ফলাফল বিপর্যয়ে
জন্য প্রধানত দায়ী। বর্ণিত কারণগুলোর মধ্যে পাঠদান ও গ্রহণের গাফিল
এবং পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব ফল বিপর্যয়ের জন্য তুলনামূলকভাবে বে
দায়ী। যতদিন পর্যন্ত এ দুটি কারণ দূর না হবে এবং শিক্ষাঙ্গনে উপযু
পরিবেশ ফিরে আসবে, ততদিন ফল বিপর্যয় ঠেকানো যাবে বলে মনে হয় না
জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে সরকার, রাজনৈতিক দলসমূহ, শিক্ষক
অভিভাবকমণ্ডলীর এ ব্যাপারে একটি সমন্বিত উদ্যোগ ও কার্যব্যবস্থা গ্র
করা জরুরী এবং আবশ্যক। এদিকে সংশ্লিষ্ট সকলে নজর দেবে, এট
আমরা [illegible]
প্রসঙ্গত [illegible]
আন্তরিক সমবেদনা।